ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর

কৈলাসহর বিভাগ

১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

শিক্ষা অধিকার
ত্রিপুরা
১৯৭৬

সম্পাদকের নিবেদন

ত্রিপুরার সামাজিক তথা অর্থ নিতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হিসাবে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত প্রণীত "ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বছর" পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগীয় বিবরণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষাঅধিকারের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে ধর্মনগর ও খোয়াই বিভাগের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে কৈলাসহর বিভাগের বিবরণ প্রকাশ করা হল।

এই বিবরণের পান্ডুলিপি রচিত হয় ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে)। জেলাওয়ারী গেজেটিয়ারের আঙ্গিকে প্রাকৃতিক অবস্থা, ইতিহাস, অধিবাসী, সাধারণ স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা, গমনাগমনের পথ, কৃষি, স্থান ও ব্যক্তি বিশেষের পরিচয়—এই আটটি অধ্যায়ে কৈলাসহর বিভাগ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন প্রথম অধ্যায়ে কৈলাস ও হর শব্দ দুটি থেকে কৈলাসহর নামকরণ, কৈলাসহর বিভাগ থেকে কমলপুর উপবিভাগ সৃষ্টি এবং পুনরায় ঐ বিভাগে কমলপুরের সাঙ্গীকরণ, হাড়েরগজ নামক পাহাড়ে কয়লা পাথরের অস্তিত্ব, গৃহপালিত পশুর মতো কুকী বসতিতে গবয় পালন, ত্রিপুরার বন থেকে আগর ও নাগেশ্বর প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষের দ্রুত অবলুপ্তি প্রভৃতি নানা তথ্য বিবরণে সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আঞ্চলিক ইতিহাসের উল্লেখ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন যে, কৈলাসহরের প্রাচীন ইতিহাস উনকোটি তীর্থের এবং সন্নিহিত শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। পুরাতন দীঘি-পুষ্করিণী প্রভৃতির চিহ্ন সমৃদ্ধিময় অতীত কৈলাসহরের আভাস দেয়। পনর'শ চার শকে (১৫৮২ খ্রীঃ) মাঘের পনর তারিখে ফতে খাঁকে সঙ্গে নিয়ে উদয়-পুরের পথে রাজধর নারায়ণ উনকোটি তীর্থে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজধর নারায়ণ ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথম রাজধর মাণিক্য নামে প্রসিদ্ধ। ১৫০৮ শকে (১৫৮৬ খ্রীঃ) তাঁর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে প্রচারিত বিশেষ মুদ্রা পাওয়া গেছে। "রাজমালা" থেকে উদ্ধৃতি যোগে লেখক জানান যে, এই বিভাগে মনু নদীতীরে অমরমাণিক্য ১৫৭৭-৮৬ খ্রীঃ) পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে জানা যায় যে, কৈলাসহরের জনবসতি খুব প্রাচীন নয়। সামান্য জমায় ও মিনাহ-মুদ্দতে কায়েমী তালুক বন্দোবস্তের সুযোগের প্রসারে শ্রীহট্ট থেকে অনেক লোক কৈলাসহর বিভাগে স্থায়ীভাবে বসবাসে আগ্রহান্বিত হন। এই বিভাগে বহু মণিপুরী প্রজার বসবাস। রিয়াং, চাকমা শ্রেণীর পার্বত্য প্রজার সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিবরণে উল্লিখিত। খৃস্টধর্মের প্রভাবে লুসাই সমাজে নবজাগরণের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে মাহারাজ জয়মাণিক্য প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর সনদের সংবাদ খুবই মূল্যবান। ১৪৯৬ শকের (১৫৭৩-৭৪ খ্রীঃ) তারিখ অঙ্কিত জয়মাণিক্যের মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেলেও তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার উপাদানের অভাব রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সাধারণ স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে লেখক জানান যে, চিকিৎসার চেয়ে ঝাড়ফুঁকের উপর পার্বত্য প্রজাদের মতো সাধারণ মানুষের আস্থাও কম ছিল না। মৃত্যুহারের আধিক্য পার্বত্য প্রজার সংখ্যা হ্রাসের কারণ বলে তিনি মনে করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে স্থানীয় কুটিরশিল্প দ্রব্য ও শ্রমশিল্পের প্রতি জনগনের অনুরাগ হ্রাস পাওয়া ও চাকচিক্যের দিকে ঝোঁকের কথা জানা যায়। প্রতিবেশী রাজ্যের স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এই বিভাগেও আঘাত করে এবং ফলে জনগণের মনের গতি স্বদেশানুরাগে দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। বিবরণের এই তথ্য খুবই মূল্যবান।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গমনাগমনের পথের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বিবরণে উপযুক্ত রাস্তার অভাবের কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

সপ্তম অধ্যায়ে জুমচাষ প্রথা হ্রাসের কথা জানা যায়। ফলে জুমের অন্যতম ফলন কার্পাসের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। টাক্‌নীপ্রথা ও মাশুল আদায়ের সরকারী কঠোরতাও সমভূমির চাষীদের কার্পাসচাষে বহুল পরিমাণে নিরুৎসাহ করেছে।

অষ্টম অধ্যায়ে ঊনকোটি তীর্থের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের অভাব লেখককে ব্যথিত করেছে। সামন্ত কুকী রাজাদের আগ্রহে পাঠশালা স্থাপন ও বাঙ্গলাভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ত্রিপুর-রাজাদের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই সূচিত করে।

পরিশিষ্টে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র জমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন। পূর্ব-মুদ্রিত বিবরণ দুটির মতো কৈলাসহর বিবরণও আঞ্চলিক ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করবে এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। পরিশিষ্টে আধুনিক কৈলাসহর মহকুমা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান সংযোজিত হয়েছে। তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হতে পারে।

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর

কৈলাসহর বিভাগ

সূচী-পত্র

ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর

কৈলাসহর বিভাগ

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক অবস্থা

ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই বিভাগত্রয়ে বিভক্ত হওয়ার সময়ে উত্তর বিভাগের শাসনকেন্দ্র বর্তমান কৈলাসহর নামক স্থানে "কাতলের দীঘির" পারে স্থাপিত হইয়াছিল। তদবধি এই বিভাগের উক্ত নামকরণ হইয়াছে। স্থানীয় লোক "কলাসর" (কলা+সর) উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহার অনতিদূরে প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন "উনকোটী" তীর্থ অবস্থিত থাকায় পণ্ডিতগণ কেহ কেহ স্থানের নাম কৈলাস ও হর এই দুই শব্দের যোগে কৈলাসহর নিরূপণ করিতেছেন। বর্তমান কৈলাসহর বিভাগের উত্তরে শ্রীহট্ট জেলা, দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা, পশ্চিমে খোয়াই বিভাগ এবং পূর্বদিকে ধর্মনগর বিভাগ এবং লুসাই পার্বত্যপ্রদেশ বলিয়া স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে। বর্তমান ধর্মনগর বিভাগ পূর্বে কৈলাসহরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৈলাসহর বিভাগ হইতে কমলপুর নামকরণে একটি উপবিভাগ কিছু সময়ের জন্য পৃথকভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পুনরায় তাহা কৈলাসহর বিভাগের সহিতই একত্রিত হইয়াছে। এই বিভাগে একটি সদর থানা, কয়েকটি বনকর ঘাট ও চারিটি তহশীল কাছারী আছে। কৈলাসহর, বীরচন্দ্র নগর, ইন্দ্রনগর, ভিতর কৈলাসহর ও কমলপুর,—এই পাঁচটি পরগণায় এই বিভাগ বিভক্ত। কৈলাসহর, কমলপুর, বাঘাইছড়ি ও ফটিকরায়—এই চারিটি তহশীল কাছারী দ্বারা খাসজমিমহাল, পার্বত্যমহাল ও আভড়া ইত্যাদি মহালের তহশীল সংক্রান্ত সরকারী কার্যাদি নির্বাহ হইয়া থাকে। কমলপুর সহ কৈলাসহর বিভাগের সর্বপ্রকার মহালের আয় ১৩৩০ ত্রিং সনে কিঞ্চিদধিক মং ২,০৩,৯৬০্ টাকা ছিল। খাসজমি মহালে রেন্টরোল মতে জোত সংখ্যা ১০৭৯টি ছিল। মনু ও ধলাই নামে এই বিভাগে পার্বত্যনদী আছে। কৈলাসহর মনুনদীর তীরে এবং কমলপুর ধলাই নদীতীরে অবস্থিত। বড়ছোট অনেকগুলি ছড়া বা পার্বত্যস্রোত পর্বত হইতে নির্গত হইয়া এই উভয় নদীতে মিশিয়াছে। পর্বতশ্রেণীগুলি সাধারণতঃ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। মাঝে মাঝে ছোট বড় পর্বতাদি বিপরীতদিক হইতে ঐ সকলের সহিত মিলিত হইয়াছে। লুসাই পার্বত্য প্রদেশের সংলগ্ন এ রাজ্যান্তর্গত স্থান ভিন্ন ভিন্ন কুকী সম্প্রদায়ের দলপতি বা রাজার অধীন তত্তৎশ্রেণীর লোকদিগের দ্বারা অধ্যুষিত। মনু ও ধলাই নদী বরাক বা বরবক্র নদীর সহিত মিলিত হইয়া সাগরগামিনী হইয়াছে। কৈলাসহর ও ধর্মনগর বিভাগের মধ্যবর্তী হাড়েরগজ নামক পাহাড়ে কয়লাপাথরের চিহ্ন কোন কোন স্থানে দেখা গিয়াছে। কোন কোন স্থানে চুনা পাথরের অস্তিত্ব আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ষ্টেট-জিওলজিষ্ট মিঃ অশোক বসু এবং বর্মা অয়েল কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার

প্রমুখ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের রিপোর্টে এবিভাগের খনিজসম্পদ সম্পর্কে বিবরণ জানা যাইতে পারে। মনু ও ধলাই নদীর বনকরমহাল দ্বারা এই বিভাগের আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কৈলাসহর ও ধর্মনগর বিভাগে পূর্বে আগর, নাগেশ্বর প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মিত। কিন্তু ইজারাবিলির প্রথা এবং অন্যান্য কারণে ইদানীং ঐসকল শ্রেণীর মূল্যবান বৃক্ষ এখন আর অধিক পাওয়া যায় না। বনবিভাগের উন্নতি সম্পর্কে রাজ সরকারের উপযুক্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে রাজ্যের আয়বৃদ্ধি ও বনবিভাগের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। বিভাগীয় আফিস গৃহের পূর্ব অংশে ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় এম্-এ মহাশয়ের রোপিত একটি আগরবৃক্ষ নমুনাস্বরূপ রক্ষিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও আগর গাছ নিকটে দেখা যায় না।

বন্যপশুরক্ষা সম্পর্কে বিশেষ কোনও নিয়ম না থাকায় এবং ক্রমশঃ লোকবৃদ্ধির ফলে বন্যজন্তুগুলিও ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইতেছে। প্রতিবৎসর কৈলাসহর বিভাগে ধলাই ও মনু প্রভৃতি দোয়ালের খেদায় অনেক হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। এই বিভাগে ধৃত হস্তীগুলি ব্যবসায়ী-দিগের রোক বা গাছটানার কার্যেই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্বে কুকীগণ গৃহপালিত পশুর ন্যায় বহুসংখ্যক গবয় (গয়াল) পোষণ করিত। এখনও পর্বতাভ্যন্তরে কুকীদের বাড়ীতে গবয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রীতিনীতি ক্রমশঃ দ্রুতবেগে অন্তর্হিত হইতেছে। ব্রিটিশ সীমানার সন্নিকটবর্তী স্থান সমূহের জলবায়ুর অবস্থা সংলগ্ন শ্রীহট্ট জিলার অনুরূপ। এই বিভাগের সর্বত্রই পানীয় জলের অভাব লক্ষিত হয়। পানীয় জলের সংস্থান ও জঙ্গল পরিষ্কার হইলে সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত হইবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

কৈলাসহরের প্রাচীন ইতিহাস ঊনকোটি তীর্থের এবং বর্তমান শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের অন্তর্গত স্থান সমূহের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত মনে করা যাইতে পারে। কৈলাসহরের পুরাতন দীঘি পুষ্করিণী প্রভৃতির চিহ্ন দ্বারা পূর্বে এই অঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ইহার কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। পন্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ বিরচিত "শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য এবং মদীয় কৃতী ছাত্র পরলোকগত ঠাকুর প্যারীমোহন দেববর্মার "ঊনকোটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" ও ভূতপূর্ব সুযোগ্য রাজমন্ত্রী ধনঞ্জয় দেববর্মা ঠাকুর সাহেবের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা ও রাজ্যের উত্তর অঞ্চলে পরিভ্রমণ সম্পর্কীয় রিপোর্ট পাঠে কৈলাসহর বিভাগীয় অনেক অঞ্চল ও জনপদের বিবরণ পাওয়া যায়। মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ বড়-ঠাকুর বিরচিত "ত্রিপুরার স্মৃতি" নামক অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থে কৈলাসহর ও ঊনকোটি তীর্থ-সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া এস্থানে আর বিস্তারিত আলোচনা

করা হইল না। শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভূষণ লিখিত বিবিধ প্রবন্ধাদি পাঠে উনকোটি ও কৈলাসহর সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

ত্রিপুরা-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত রাজমালা গ্রন্থে কোন কোন বিষয় বর্ণিত আছে, যথা :—

"মনু নদী তীরেতে মনুয়ে তপ কৈল।
সেই হনে মনু নদী পুন্য তীর্থ হৈল ॥"

* * * *

"পনর শ চারি শকে পৌষ শেষে রইয়া।
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁকে লৈয়া ॥
রাজধর নারায়ণ দুলালির পথে।
ইটা পার হইয়া গেল উনকোটি তীর্থে ॥
স্নান দান করে তথা আদ্দ-শ্রাদ্ধ করি।
পিতৃকে দেখিতে গেল উদয় নগরী ॥"

* * * *

"তে কারণে মনু নদী নাম খ্যাত হৈল।
বাচস্পতিয়ে তীর্থ চিন্তামনিতে লিখিল ॥
বরবক্র তীর্থ নদী মনুর সঙ্গম।
তাতে স্নান কৈলে মাত পায়ে পুন্য উত্তম ॥
সেইখানে মৈলে লোক চন্দ্রলোকে যায়।
মনুস্নান করে যেবা মহাপুন্য পায় ॥'

* * * *

"মনু নদী তীরে কুন্ড যে খনিল।
শোয়াইয়া রাজাকে যে তাহাতে রাখিল ॥
মুখাগ্নি করিল তবে অমর দুর্ল্লভ
সেইতো হইল পুণি বাপের বল্লভ ॥"

তৃতীয় অধ্যায়

অধিবাসিবৃন্দ

বর্ত্তমান কৈলাসহর বিভাগে প্রাচীন বসতিযুক্ত কোনও মৌজা নাই। অধুনা যেসকল মুসলমান ও হিন্দুশ্রেণীর প্রজার বসতি দেখা যায় তাহার বেশীর ভাগই খুব প্রাচীন কালের নহে। বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত কৈলাসহর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত-কার্যকারক নিযুক্ত হওয়ার পর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সময় হইতে হিন্দু মাহিষ্যদাস, মালী, ঢুলি, নমঃশূদ্র, পাটনী, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি শ্রেণীর বহুলোক নিকটবর্তী শ্রীহট্ট অঞ্চল হইতে কৈলাসহর আসিয়া

এই বিভাগে বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রযোজ্য ছিল না এবং মিরাসদারগণ সামান্য কারণেই জমি বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিতে পারিত। ঐ প্রকার ভূম্যধিকারিগণের অত্যাচার উৎপীড়নে নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক কৈলাসহর বিভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষত তৎসময়ে স্থানীয় উন্নতি ও প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৈলাসহর বিভাগে কায়েমী তালুক দেওয়ার প্রথাও বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। সামান্য জমায় ও মিনাহ মুদ্দতে কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত পাওয়ার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় অনেকে একা কিম্বা একাধিক ব্যক্তি এজমালীতে উক্তরূপ বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া মিরাসদার বা কায়েমী তালুকের মালিক হওয়ার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কৈলাসহর বিভাগের নিম্নসমতল ভূমির জঙ্গল আবাদকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল। পরবর্তী সময়ে জমিজমার আগত খারিজ সম্বন্ধে ও বিশেষ সুবিধাজনক নিয়মাদি প্রচারিত হওয়ায় কৈলাসহর ও ধর্মনগর বিভাগে কায়েমীতালুকের সংখ্যাধিক্য এবং মালী চুলি ইত্যাদি শ্রেণীর বহুলোকের সামান্য জমি-জমাযুক্ত অনেক তালুক দেখিতে পাওয়া যায়।

কৈলাসহর বিভাগে বহু মণিপুরী প্রজা আছে। ইহাদের অনেকেই ব্রিটিশ পাথারকান্দি, লংলা প্রভৃতি পরগণা হইতে আসিয়াছে। মণিপুরিগণ স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। ত্রিপুরাধিপতিগণকে নরনারায়ণরূপে ইহারা ভক্তি করে। ইহাদিগের গৌরব করিবার স্বতন্ত্র দেশ, রাজা ও ইতিহাস আছে। পার্বত্য কুকী, হালাম প্রভৃতি প্রজাগণ তাহাদিগের চিরপ্রচলিত প্রথা মতে জুম করিয়া এই বিভাগের অনেক স্থানের জঙ্গল আবাদ করিয়াছে। কুকী রাজা, হালাম সর্দার, মণিপুরী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত পাইয়াছিল কিন্তু তদ্দারা তাহাদের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় নাই। রিয়াং, চাকমা শ্রেণীর পার্বত্য প্রজা পূর্বে কৈলাসহর বিভাগে বেশী ছিল না। সর্দার চৌধুরী গঙ্গাজয় রিয়াং এবং দেওয়ান লেদা রায় চাকমার উৎসাহে ইহাদের দলের লোকগণ কৈলাসহর ও সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এর পৃষ্ঠপোষিত খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদিগের চেষ্টায় আইজল প্রভৃতি স্থানের লুসাইদিগের ন্যায় কৈলাসহর বিভাগের অনেক লুসাই কুকী সর্দার ও প্রজাগণ অধুনা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতঃ ইংরাজী ভাষা ও সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব অবস্থায় অনেক পরিবর্তন করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি সর্বদা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জার্মান যুদ্ধের সময় এল্, টিওয়াইয়া (L. Tewaia) নামক জনৈক লুসাই কুকী বৎসরাধিককাল ফরাসীদেশে যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এখন তিনি এরাজ্যের রাজধানীতে পুলিশ বিভাগে জমাদার পদে নিযুক্ত আছেন।

কৈলাসহর বিভাগে মুসলমান শ্রেণীর কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আছেন। রোক বা গাছের ও বনজদ্রব্যাদির ব্যবসা করিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কতিপয় মুসলমান ও তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্তন করিয়াছে। কৈলাসহর টাউনে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের ও বসতি আছে। ইহাদিগের মধ্যে "চৌধুরী" ব্রাহ্মণ বংশের পূর্বপুরুষগণ দুইশত বৎসর পূর্বে ত্রিপুরাধিপতি হইতে ব্রাহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ জয়মাণিক্য প্রদত্ত পদ্মমোহরযুক্ত সনন্দ এই পরিবারে রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী কয়েকটি ক্ষত্রিয় পরিবার রাজকার্য-উপলক্ষে আসিয়া কেহ কেহ এই বিভাগেই স্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। শেষোক্ত ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় ও ভদ্রশ্রেণীর লোকের সংখ্যা সামান্য। পার্শ্ববর্তী শ্রীহট্ট জিলার শিক্ষা, সভ্যতা, ভাষা, আচার, নীতি, আহার্য ও পোষাক পরিচ্ছদ, অলংকার, গৃহ ও আসবাব ইত্যাদি এতদঞ্চলের লোকদিগের আদর্শ স্থানীয় পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাই একাধিপত্য স্থাপন করিয়া মৌলিকতার পরিবর্তে অনুকরণপ্রিয়তার যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেছে। লোকের প্রকৃতির অনুরূপ না হওয়ায় যথার্থ শিক্ষার ফলপ্রসূত শান্তি কোনও সম্প্রদায়েই দেখা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ স্বাস্থ্য

জ্বর, কলেরা ও বসন্ত এই কৈলাসহর বিভাগের লোকের প্রতিষেধযোগ্য প্রধান ব্যাধি বলা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের সংমিশ্রণে এখন নানারূপ জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কোনও স্থানে কলেরা আরম্ভ হইলে প্রায়ই তাহা মহামারীর আকার ধারণ করিয়া থাকে। পানীয় জলের অবিশুদ্ধতা ও অভাবই ঐরূপ রোগবৃদ্ধির প্রধান কারণ। কৈলাসহর ও কমলপুরে দুইটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য সর্বত্রই প্রায় একরকম ধরাবাঁধা নিয়মে পরিচালিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিশেষ সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। পার্বত্য প্রজাগণ তাহাদের চিরপ্রচলিত প্রথামতে ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ দেব-দেবীর পূজা দেওয়ার প্রথা অবলম্বন করতঃ রোগশান্তির চেষ্টা করিয়া থাকে। মণিপুরীদের মধ্যে মন্ত্রাদির সহিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির আলোড়ন মর্দন দ্বারা রোগের উপশম করিবার নিয়ম কোন কোন স্থানে দেখা যায়। অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত চিকিৎসকের আধিক্যই সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞাপনের প্রভাবে পেটেন্ট ঔষধের বিস্তার ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুতকারকগণের নিকট হইতে পোষ্ট আফিসে ভিঃ পিঃ পার্শেলের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জন্ম, মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা জানিবার নির্ভরযোগ্য কোন সুবিধা নাই। কু-চিকিৎসা অপেক্ষা অচিকিৎসাই অনেক স্থানে অপেক্ষাকৃত উত্তম বিবেচিত হয়। মোটের উপর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যাই অধিক মনে করা যাইতে পারে, কারণ নবাগত প্রজাদিগের বংশবৃদ্ধি আশানুরূপ দেখা যায় না। পার্বত্য প্রজার সংখ্যাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এইসকল বিষয়ে রাজপুরুষদিগের সবিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থিক অবস্থা

আদিম অধিবাসী পার্বত্য কুকী প্রজাদের মধ্যে পূর্বে বিবিধপ্রকার বয়নশিল্পের বিশেষরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহাদের নির্মিত পাছড়া, রিয়া, কাঁচুলী শিল্পানুরাগীদের নিকট সমাদৃত হইত। অন্যান্য পার্বত্য প্রজাগণ ও স্ব স্ব নির্মিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া সুখ ও গৌরবানুভব করিত। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্বেও স্ত্রীপুরুষের এই সকল গুণের যথেষ্ট মর্যাদা

দেওয়া হইত। মণিপুরীদের লাইছাম্পি, পরী ও পাছড়া, দুবরা প্রভৃতি অদ্যাপি স্বদেশানুরাগী-দিগের নিকট সবিশেষ সমাদর লাভ করিতেছে। কিন্তু সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে লোকের রুচি বিকার উপস্থিত হওয়ায় স্থানীয় কুটিরশিল্পদ্রব্য এবং শ্রমশিল্পের প্রতি অনুরাগ ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে লোকের মনের গতি ক্রমশঃ স্বদেশা-নুরাগে পরিবর্তিত হইতেছে।

কৈলাসহর ও কমলপুরের বনজদ্রব্য রপ্তানির মাশুল এই বিভাগের একটি প্রধান আয়। পূর্বে বনকর মহালগুলি ইজারাবিলিতে শাসিত হইত। অধুনা বিবিধ নিয়মাবলীর বিধানমতে রাজসরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে এই সকল মহলের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে জুমজাত কার্পাসও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লবণ, তৈল, তামাক, ডাল, শুস্কমৎস্য ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ব্রিটিশ এলাকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে। অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে রেঙ্গুন প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে চাউল আমদানী করিয়া সময় সময় প্রজারক্ষা করিবার কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব বশতঃ পাশ্চাত্য বিলাসিতার প্রভাব হইতে প্রজাগণ আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হওয়ায় মোটের উপর ইহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মহাশয়ের সময় হইতে কৈলাসহরে একটি বার্ষিক মেলার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। এই মেলায় গৃহাদির নির্মাণ প্রভৃতির কোন কার্য কোন্ শ্রেণীর লোক দ্বারা নির্বাহ হইবে তাহারও ব্যবস্থা ঐ সময় হইতে নির্দিষ্ট আছে। ঊনকোটি তীর্থের অশোকাষ্টমীও একটি বিখ্যাত বার্ষিক মেলা। এই সকল মেলায় পিতল, কাসা, তামা, লৌহ প্রভৃতি ধাতুনির্মিত অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রয় করিয়া ব্রিটিশবাসী ব্যবসায়িগণ যথেষ্ট লাভবান হইয়া থাকে। পানিচৌকী, কমলপুর প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় বাজার ও হাট এই বিভাগে আছে। তাহাতে আমদানীকৃত বহু-পরিমাণ সাবান, চুরুট, দিয়াশলাই, কাঁচের বাসন, আয়না, চিরুনী প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সকল হাট বাজার ও মেলা দ্বারা আর্থিক হিসাবে স্থানীয় লাভ অপেক্ষা অজ্ঞ লোকদিগের ক্ষতিই অধিকতর হইতেছে, তবে উপকারের দিকেও কতকটা অবশ্যই আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গমনাগমণের পথ

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের সমসেরনগর ষ্টেশন হইতে কৈলাসহরের দূরত্ব আনুমানিক ৭।৮ মাইল। লোক ও গাড়ী যাতায়াতের মোটামুটি ভাল একটি রাস্তা আছে। পথিমধ্যে মনুনদী অতিক্রম করতে হয়। ইহা উত্তীর্ণ হইবার জন্য ব্রিটিশ এলাকায় গোদারাঘাট আছে। কৈলাসহর হইতে লংলা পরগণার পৃথিমপাশা প্রভৃতি স্থান হইয়া কুলউড়া ষ্টেশন প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার ও একটি দীর্ঘ পথ আছে। তদ্ভিন্ন ছোট বড় আরও কয়েকটি সড়ক এই বিভাগে আছে। ঊনকোটি তীর্থে যাওয়ার সড়কটির নির্মাণকার্য বাবু হেমকুমার চৌধুরী, বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক মহাশয়ের সময়ে উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু এই রাস্তা নির্মাণের

কার্য এখনও শেষ হওয়ার বাকী আছে। কৈলাসহর হইতে কমলপুর যাওয়ার সোজা কোনও পথ বর্ত্তমানে প্রচলিত নাই। সমসের নগর হইয়া ভানুগাছ ষ্টেশন পর্যন্ত রেলপথ গিয়া তথা হইতে চা বাগানের ট্রলি গাড়ীর সাহায্যে কমলপুর যাওয়াই সহজ পথ। অবশ্য, স্থানীয় পার্বত্য-প্রজাগণ কৈলাসহর হইতে বনপথে কষ্টের সহিত কমলপুর গমনাগমন করিয়া থাকে। এই বনপথে একটি সড়ক নির্মিত হইলে স্থানীয় বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কৈলাসহর হইতে উনকোটি তীর্থ হইয়া ধর্মনগর যাতায়াতেরও একটি পায়ে চলা পথ আছে। পলিটিক্যাল এজেন্ট কাপ্তান উইলিয়ম্‌স্ এই পথেই কৈলাসহর হইতে বাবু জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইনস্‌পেক্‌টার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ধর্মনগর যাওয়ার সময় পথিমধ্যে একরাত্রি ক্যাম্প করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎসময়ে কৈলাসহর ও ধর্মনগর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক-দিগের বিশেষ চেষ্টায় জঙ্গল কাটাইয়া ও অস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণ করাইয়া রাস্তাটি তৎসাময়িক প্রয়োজনে সুগম করা হইয়াছিল। ইহাকে একটি সম্বৎসরের উপযোগী ভাল রাস্তায় পরিণত করিয়া উক্ত উভয় বিভাগের উন্নতি সাধনেরও সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল। এই সঙ্কল্প যথা-সম্ভব সত্বর কার্যে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উনকোটি পর্বতের কয়েকটি অঞ্চলে ইতিমধ্যে চা-বাগান বন্দোবস্তের কারণেও এই রাস্তার প্রয়োজনীয়তা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মনুনদী ও কমলপুরের ধলাই নদীই কৈলাসহর বিভাগে জলপথে গমনাগমন ও মাল রপ্তানি-আমদানীর সহজ ও সুবিধাজনক এবং অল্প ব্যয়সাধ্য পন্থা। এই উভয় নদীতে ছোট বড় অনেকগুলি পার্বত্য ছড়া মিলিত হইয়াছে কিন্তু এই ছোট ছড়াগুলিতে নৌকা চলে না। মনুনদী ও ধলাই নদীপথে রপ্তানিকৃত বনজদ্রব্যাদি ব্রিটিশ এলাকায় ফরেষ্ট বিভাগের কর্ম-চারিগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। না-ওয়ারিশ বা ফৌতি মাল পরীক্ষা উপলক্ষে সময় সময় ব্রিটিশ কর্মচারীদের সহিত এরাজ্যের রাজকর্মচারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় উভয় গভর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যুক্ত তদন্ত দ্বারা আবশ্যকস্থানে সম-স্যাদি মীমাংসিত হইয়া থাকে।

কৈলাসহর বিভাগে আর কয়েকটি গমনাগমনের পথ সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবৃত হইল :—

১। কৈলাসহর হইতে বীরচন্দ্রনগর মৌজাপর্যন্ত দক্ষিণদিকে পাঁচ মাইল রাস্তা দুর্গা-মোহন রোড নামে অভিহিত হইত। প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্বে এই পথ নির্মিত হইয়াছিল।

২। কৈলাসহর বিভাগীয় অফিস হইতে পূর্বদিকে কাছির মহম্মদ চৌধুরীর বাড়ী পর্যন্ত আনুমানিক দেড় মাইল সড়ক কাছির মহম্মদ চৌধুরী দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল (প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে)।

৩। কৈলাসহর কাতলের দীঘির উত্তর পার হইতে মুড়ইছড়া পর্যন্ত প্রায় তিনমাইল রাস্তা দুর্গাপ্রসাদ বাবুর সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

৪। কালীবাড়ীর দীঘির পার হইতে পানিচৌকী বাজার পর্যন্ত প্রায় ½ মাইল দীর্ঘ এক রাস্তা শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র সেনের সময় প্রস্তুত হইয়াছিল।

৫। পানিচৌকি বাজার হইতে পূর্বদিকে লক্ষীছড়ার পুল অতিক্রম করিয়া প্রায় ½ মাইল গিয়া একটি রাস্তা পূর্বদিকে গোলধারপুর মৌজা পর্যন্ত আছে। অপর সড়ক চিরাকুটি পর্যন্ত।

কৈলাসহরে একটি পোষ্ট ও টেলিগ্রাম সাব-অফিস আছে। কমলপুরেও একটি একষ্ট্রা-ডিপার্টমেন্টেল পোষ্টাফিস আছে। এতদ্বারা স্থানীয় লোকদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। উভয় গভর্নমেন্টের স্বীকৃত ব্যবস্থামতে এরাজ্যের অন্তর্গত পোষ্টাফিসসমূহের কার্য ব্রিটিশ কর্মচারীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে এবং এই অফিসগুলির আয়ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেছেন। একষ্ট্রা-ডিপার্টমেন্টেল ব্রাঞ্চ অফিসগুলির পোষ্ট মাষ্টার পদে উপযুক্ত স্বতন্ত্র লোক না পাওয়া গেলে রাজসরকারী কর্মচারীদের দ্বারা ঐকার্য নির্বাহ করা হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

কৈলাসহর বিভাগের পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ এলাকায় অনেকগুলি চা-বাগান আছে। কৈলাসহর বিভাগেও রাজসরকার হইতে ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি চা-বাগানের কোম্পানী খোলা হইয়াছে। এই বিভাগের মাটি পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ইহা চা-কৃষির বিশেষ উপযোগী। প্রাকৃতিক নিয়মে বনজাত সারদ্বারাই ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। চা ও পান প্রভৃতি কৃষির জন্য সামান্য পরিমাণ সার কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অঞ্চলে ধান্যই সাধারণ কৃষকদিগের উৎপন্ন প্রধান ফসল। শীতকালে প্রচুর পরিমাণ মুখীকচু, গোল আলু, বেগুন প্রভৃতি তরিতরকারীও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কমলপুর তহশীল এলেকায় ইক্ষুর চাষ যথেষ্ট আছে। এজন্য শীতের সময় গুড় বেশ সস্তাদরে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। টিনের কানেস্তারা পূর্ণ করিয়া অনেক পরিমাণ ইক্ষুগুড় বিভিন্ন স্থানে ট্রেনে রপ্তানি হইয়া থাকে। কৈলাসহর বিভাগে নানা রকমের কলা, আনারস ও লেবু জন্মিয়া থাকে। গরু এবং মহিষই কৃষকদিগের কৃষিকার্যের প্রধান সহায়। মহিষের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং গোজাতির উন্নতিসাধন সম্পর্কে কাহারও বিশেষ কোন চেষ্টা দেখা যায় না। উৎকৃষ্ট ঘোড়া সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণ ঘোড়া দ্বারা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ জিনিসপত্রাদি হাটে বাজারে নিয়া ভারবহনের কার্য করাইয়া থাকে। বাড়ী ফিরিবার সময় কেহ কেহ ঐ ঘোড়ায় চড়িয়া হাঁটিবার পরিশ্রম হইতে লাঘব করিয়া থাকে। চা-বাগানের মাল রপ্তানির জন্য যে যে স্থানে ট্রলি চলে তাহাও ঘোড়ার সাহায্যেই এই অঞ্চলে পরিচালিত হইয়া থাকে। সৌখিন ও স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন মণিপুরী ও মুসলমানগণের অনেকে ঘোড়ায় চড়িয়া পরিভ্রমণ করা গৌরবজনক মনে করেন।

চা-কৃষি ও সাধারণ কৃষিকার্যে এই বিভাগের অনেক আবাদযোগ্য ভূমি ইতিমধ্যে কায়েমী ও ত্যসখিচি তালুক এবং খাসমহালের জোত স্বরূপ বন্দোবস্ত হইয়া আবাদ অনুষ্ঠান চলিতেছে।

ফলের বাগান ও মূল্যবান বৃক্ষাদি রোপণের উপযুক্ত বহুস্থান এই বিভাগে আছে। যাহাতে অযত্নসুলভ ছন বাঁশ ইত্যাদি বনজদ্রব্যই এখন জন্মিতেছে। পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ এলাকায় এবং শ্রীহট্ট জিলার প্রায় সর্বত্রই হাল, ষষ্ঠি, কেদার ইত্যাদির হিসাব স্থানীয় প্রথামতে ভূমির পরিমান পরিমাপ হইয়া থাকে কিন্তু কৈলাসহর বিভাগে সরকারী নথীপত্রাদিতে দ্রোণ, কানি, গন্ডা ইত্যাদির পরিমাপ প্রচলিত। বার কানিতে একহাল পরিগণিত হয়। ত্রিপুরা কানির পরিমাণ সর্বত্রই একরূপ অর্থাৎ ৮ হাত নলে ১০×১২ নল পরিমিত ভূমি এক কানি গণ্য হয়। এক হাল বা বার কানি জমি হইলেই একজন ক্ষুদ্র গৃহস্থ তদ্দারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। কোন কোন কৃষকের জোতে অধিকতর ভূমিও থাকে।

বিবিধ প্রকারের ফসল এবং ডাল ও পাটের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জুমের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার চিরপ্রসিদ্ধ কার্পাস চাষের প্রসার ও পরিমাণ সম্পর্কে ক্রমশঃই অবনতি ঘটিতেছে। সরকারী মাশুল আদায়ের ও টাক্‌নী ইত্যাদি বিষয়ক নিয়মের কঠোরতা বশতঃ সমতলভূমিতে চাষীপ্রজা কার্পাস উৎপন্ন করে না। এই অত্যাবশ্যকীয় ও মূল্যবান কৃষির উন্নতিসাধন বিষয়ক প্রচেষ্টায় কৃষিবিভাগের আরও মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইক্ষুর চাষ ও এই বিভাগে যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। চা-বাগানের চুক্তির বহির্ভূত কুলিগণই অনুচ্চ টিলার পার্শ্ববর্তী স্থানের জঙ্গল আবাদ করিয়া তাহাতে সহজপ্রাপ্ত খাগড়াই ইক্ষু উৎপন্ন করিয়া থাকে।

এই বিভাগে অনেকগুলি চা-কোম্পানী খোলা হইয়াছে। সততার সহিত কার্য সম্পন্ন করিলে এই সকল কোম্পানী দ্বারা স্থানীয় বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। লিমিটেড কোম্পানীর মূলধন অংশীদারগণ হইতে সংগ্রহ হইতেছে বটে কিন্তু কোন কোন স্থলে ডিরেক্‌টারগণ নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যেরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকে তদ্দারা কলঙ্কের কারণও উপজাত হইয়া থাকে। এই সকল কোম্পানীর পরিচালন সম্পর্কে রাজসরকারের বিশেষ দৃষ্টি ও উপযুক্ত বিধিব্যবস্থাদি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

থিওডোলাইট ও প্লেনটেবিল এর সাহায্যে কেডেস্ট্রাল জরিপ কার্য কিছুকাল পূর্বে কৈলাসহর বিভাগে আরম্ভ করা হইয়াছিল ; কিন্তু নানা কারণে এই কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে এতদ্দরুণ রাজ-সরকারের অনেক টাকা অনর্থক ব্যয় হইয়াছে। এরাজ্যের প্রান্তসীমানা এবং রাজ্যান্তর্গত জমিদারী, তালুক ও খাস মহালের জোত ও অন্যান্য স্থানের বিশেষ ও বিশুদ্ধভাবে জরিপকার্য উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে আধুনিক নিয়মে সত্বর সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, কারণ এতদ্দারা অনেক জটিলতার মীমাংসা ও সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

বিশেষ বিশেষ স্থান ও ব্যক্তি

কৈলাসহর বিভাগে উনকোটিতীর্থ একটি সুপ্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য স্থান। এই তীর্থ ও ইহার স্থানীয় জনপ্রিয়তা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক আকর্ষণাদির বিষয়ে রাজমালা ও অন্যান্য কতিপয়

গ্রন্থে ও প্রবন্ধাদিতে আলোচনার সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। উনকোটি তীর্থ কৈলাসহর টাউন হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে প্রস্তরময় টীলাভূমিতে অবস্থিত। তথায় প্রস্তর-গাত্রে অতিকায় কয়েকটি শিবমূর্তির মস্তকভাগ উৎকীর্ণ আছে। এগুলির বিশালত্ব এবং পরি-কল্পনার অসাধারণত্ব বিস্ময় উদ্রেক করে। শিবমূর্তি ছাড়াও পর্বতগাত্রে আরও অনেক দেব-দেবী মূর্তি স্থানে স্থানে উৎকীর্ণ এবং শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য ও অনেক বৌদ্ধমূর্তির সমাবেশ ও সবিশেষ আকর্ষণীয়। এসকল মূর্তি ভিন্ন কয়েকটি বহুমুখীলিঙ্গও উনকোটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শত শত বৎসরের সুপ্রাচীন এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কালের প্রভাবে এখন ধ্বংসের মুখে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রবল ভূকম্পে পর্বতগাত্রে খোদিত কয়েকটি বিশালকায় মূর্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল জানা যায়। পর্বতচূড়ায় একটি টিনের চালাঘর অধুনা নির্মিত হইয়া তথায় অনেকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মূর্তি একত্রিত করা হইয়াছে কিন্তু সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নাই। এই চালাঘরে জনৈক ব্রাহ্মণ সেবাইত ও সময় সময় আগত সাধু-সন্ন্যাসী বসবাস করেন। উনকোটি তীর্থ সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণও বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। স্থানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিশেষত্বসম্পন্ন সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ সম্বন্ধে রাজ-সরকারের তথা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। স্বর্গীয় মহা-রাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের কৈলাসহর পরিভ্রমণের পর এবিষয়ে উৎসাহও পরি-লক্ষিত হইয়াছিল এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে পন্ডিতগণ আসিয়া স্থানটি পরিদর্শনও করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা এযাবত অনুসৃত হয় নাই। উনকোটির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর, দেবতামুড়া, বিলোনীয়া বিভাগের লুংথুং ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত বহু ঐতিহাসিক ও সুপ্রাচীন নিদর্শনসমূহ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়া একান্ত সঙ্গত।

কৈলাসহর বিভাগে কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রলোক স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য রাজ-সরকার হইতে স্থানের বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া ইহার নাম "ভদ্রপল্লী" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই নামের সার্থকতা রক্ষা হয় নাই, কারণ কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোকই এই স্থানে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিবার মত কার্যানুষ্ঠান করেন নাই। এই বিভাগে মুসলমান শ্রেণীর কতিপয় সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যাক্তি স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন এবং ইহারা রাজ সরকার হইতে যথোচিত সম্মান লাভ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ, মাহিষ্যদাস, পশ্চিমদেশীয় ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কতিপয় স্থায়ী হিন্দু বাসিন্দাও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য।

কৈলাসহর সদরে একটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং মফঃ-স্বলে কতকগুলি অবৈতনিক মধ্যবাংলা ও নিম্নবাংলা স্কুল, পাঠশালা এবং মক্তব রাজসরকার হইতে স্থাপিত আছে। উপরোক্ত উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ, বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষায় সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়গুলি দ্বারা স্থানীয় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতেছে কিন্তু নিম্নশিক্ষার আরও প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'দেবী-যুদ্ধ' প্রণেতা বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি,এ প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কৈলাসহরে ভূমিবন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া

উন্নত প্রণালীর ব্যবসা বাণিজ্যের সংকল্প করিয়াও নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এই বিভাগের কেহ কেহ গাছ, বাঁশ ইত্যাদি বনজবস্তুর কারবার করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়াছেন। ইহাদিগের রোক বা গাছ টানিবার ব্যবসায় সুবিধার নিমিত্ত অনেকেরই হাতী আছে। এইবিভাগে ঐরূপ হাতীর সংখ্যা এরাজ্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়।

কৈলাসহর বিভাগে বসবাসকারী কতিপয় প্রাচীন হিন্দু মুসলমান পরিবার সম্পর্কে পেন্‌সন প্রাপ্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুত উমেশচন্দ্র কর মহাশয়ের সংগৃহীত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল ঃ-

১। ৺গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী। তদীয় পুত্রগণের নাম,—
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী,
,, উপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী,
,, জিতেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী,
,, নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, এম, ,এ
,, নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, বি, এল্‌।

এইবংশের পূর্বপুরুষই ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা জয়মাণিক্য প্রদত্ত সনন্দদ্বারা ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন জানা যায়।

২। ৺গোলোক চন্দ্র চক্রবর্তী উকিলের বাড়ী। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, বি, এল্‌, টি, সি এস্‌, দ্বিতীয় পুত্র, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এবং তৃতীয়পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্তী, উকিল।

৩। ৺লক্ষ্মী নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র ৺কুঞ্জগোবিন্দ চৌধুরী। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত কুমুদ নারায়ণ চৌধুরী, তালুকদার।

৪। ৺রামনিধি ভট্টাচার্য ; তৎপুত্র শশীকুমার ভট্টাচার্য, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, রজনীকুমার ভট্টাচার্য ও অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য। ইহাদিগের তালুক ও নিষ্কর সম্পত্তি আছে।

৫। ৺শম্ভু নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র চৌধুরী, এম, এ এবং সতীশ চন্দ্র চৌধুরী।

৬। ৺রামচরণ মজুমদার (কায়স্থ)। তৎপুত্র রাধারমণ মজুমদার।

৭। ৺বৈকুণ্ঠ মজুমদার (ব্রাহ্মণ)। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুসেবক মজুমদার।

৮। লক্ষ্মীছড়ার নিকটে ৪।৫ ঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে।

৯। শ্রীযুক্ত রামরতন সিংহ, বি, এ, চিড়াকুটি।

১০। শ্রীযুক্ত আব্দুল আলী মজুমদার, তালুকদার। স্থিতের আনুমানিক পরিমান প্রায় মং ১২০০ টাকা। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার।

১১। শ্রীযুক্ত আব্দুল মৌখির মজুমদার (শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত মজুমদার বংশীয়)।

১২। পরলোকগত কেছির মহম্মদ চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত ওয়াজিদ আলী গং।

১৩। পরলোকগত আবুল নাছির আলী চৌধুরীর পুত্রগণ (সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার)
১৪। মৃত খুরসিদ আলী চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত ইরসাদ আলী চৌধুরী, বি, এ।
১৫। শ্রীযুক্ত নাছিম আলী চৌধুরী, তালুকদার ও বড় কারবারী।
১৬। শ্রীযুক্ত লালুমিঞা তালুকদার।
১৭। কৈলাসহরে মণিপুরী সম্প্রদায়ের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার আছেন।

১৮। কুকী রাজাদিগের মধ্যে বাণ বামপই রাজা, লাল জয় হুইয়া রাজা, মুরছুঙ্গা রাজা ও লাল বুং ধমা রাজাই বিশেষ সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই কয়েকটি কুকী রাজার বাড়ীতে ১৩০২ ত্রিং সনের পূর্বে হইতে বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীযুক্ত সরকার হইতে প্রথমতঃ কয়েকটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সময় স্বর্গীয় হরকান্ত গাঙ্গুলী মহাশয় বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১২৮২ ত্রিপুরাব্দে স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় কৈলাসহর বিভাগীয় অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রথমতঃ যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৩০২ ত্রিপুরাব্দের ১৯শে চৈত্র হইতে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র কর ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার পদে প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় প্রথমতঃ দত্তগ্রাম মৌজায় স্থাপিত হইয়াছিল। স্বনামখ্যাত দুর্গাপ্রসাদ বাবুই কৈলাসহরের সর্ববিধ প্রাথমিক উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

কৈলাসহর বিভাগের কতিপয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণের নাম ঃ—

১। বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত (পরবর্তীকালে দেওয়ান উপাধিপ্রাপ্ত),
২। বাবু শ্রীনাথ মিত্র
৩। বাবু দুর্গামোহন কর
৪। বাবু অসিত চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ
৫। বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়, এম, এ
৬। বাবু জগচ্চন্দ্র সেন, বি,এ (ইহার সময় স্কুলটি হাইস্কুলে উন্নীত হয়)।
৭। বাবু চন্দ্রকান্ত বসু
৮। বাবু কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম, এ, বি, এল (পরবর্তীকালে দেওয়ান সাহেব ও রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত)
৯। বাবু রামকমল চক্রবর্তী ভরদ্বাজ
১০। বাবু প্রসাদরঞ্জন ভট্টাচার্য, বি, এ
১১। বাবু ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত
১২। বাবু অখিল চন্দ্র মজুমদার, এম, এ, বি, এল
১৩। ঠাকুর ললিতমোহন দেববর্মা, এম, এ, বি, এল, ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট—১

কৈলাসহর বিভাগ

(১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দের স্থিত বকেয়া বাকীর লিষ্ট অনুসারে)

(ক) কৈলাসহর তহশীল কাছারী

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	চালদাবী পথকর সহ	বকেয়া বাকী পথকর সহ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	মুক্তির পাড়	৯৶১৭॥/৫	৯২৭৶৹	৭৮৯॥৹	১১৬॥৶৹
২।	সমরু পাড়	১২॥৶১০/১৭॥	১৪৫৸৯	২৬৮৸৬	৮১৪॥/৩
৩।	ধলিয়ার কান্দি	৬।৴১৫৸২॥	১২ ৩৴	৭৭৬৻৬	৮৭৯৴৬
৪।	ওয়াজে খাওয়া	১৭॥১/	১০৯৷/৯	৭৪৯৸৴৬	৮৫১৷৭
৫।	চণ্ডীপুর	১১৸১৩	১৪৪৸৴৭	১০৬৪॥/৯	১০৩৯॥
৬।	কাতলদীঘির পাড়	।/২৸৯০	১৬৶৩	১৫৯॥৴০	১৬৭৮/৩
৭।	গোবিন্দপুর	.	×	২৪৲	২৫॥০
৮।	বৌলাপাশা	।৶৯ × ৯।	৮৩॥০	৯৬৸/৩	১৮৩।/৩
৯।	শ্রীনাথপুর	৪।৴৩।/০	৫৭৴	৪১০।৶০	৪৬৭॥/০
১০।	রাঙ্গকান্দি	/৫	২৲	২০৲	২২৲
১১।	ফুলবাড়ী কান্দি	৸১০	১০৸৯	১০।৶৬	২১।৩
১২।	রাজিছড়ি	২। ৬॥//৫	৩৪৸০	৯।৶০	৪৪৶০
১৩।	বালিছড়া	৶০	১৸/৯	১॥/৬	৩।৶৩
১৪।	যুবরাজনগর	২৸১১॥//	৬৯৶০	৮৩০।০	৮৯৯।৶০
১৫।	বনগাঁও	।/১০॥//১৫	৯৴০	২৫/০	৭৪৶৭
১৬।	কিনাইরচর	৴৯৸	৩।৶০	×	৭।৶০
১৭।	ছিদলী	×	×	৬৩৬॥০	৬৩৬॥০
১৮।	বড়থলা	।/০	২॥৴৬	৬৭৲	৬৯॥৴৬
১৯।	ভোরঘাট	৸/০	১৩৸/০	২৭৬।০	২৯০/০
২০।	কাউলিকুরা	১৩॥১৫॥	১৭৭॥/৯	৪৭২॥৶৩	৬৫০।/০
		৮৪।৶৮.× ১৬।০	১১৩২।৴৯	৭১১৪।৶৯	৮২৪৬৸৴৬

কৈলাসহর তহশীল কাছারী

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হালদাবী পথকর সহ	বকেয়া বাকী পথকর সহ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
২১।	তিলকপুর	।৴১৫	৭৴৯	৬২॥/৯	৬৯৸৬
২২।	গোলধারপুর	৫।৶১০॥//১০	৫৫॥৴০	২২৯৸৶৯	২৭৭॥/৯
২৩।	হুনতৈল	৪৩৸৶২॥	৩৯৯।৵৩	৫৯৫/৬	৯৯৪।৶৯
২৪।	দুর্গাপুর	৪৸৵৬৸//১৫	১১৭৸০	৬৯৸৩	১৮৭॥৩
২৫।	গৌরনগর	॥৫।০	৬॥/৯	৬॥৩	১৩৵০
২৬।	ভগবান নগর	১১।৵২//৫	৯৫।৵৩	৭২৯৵৯	৮২৪॥৵০
২৭।	বিজ্ঞানগর	১/৫৸/১২॥	৩১॥৩	৩৯৻৬	৭০॥৯
২৮।	পঙ্কের পার	৩॥১৯।/১৭॥	১১৭/৩	৮৬৵০	২০৫।৩
২৯।	সোনামারা	৫॥৵১॥//	২৩৸৵৯	৫১।৩	৭৫৵০
৩০।	জিভুর দীঘির পার	৪।/১৸১৫	১৪৬৸৵৯	১৭৫।/৯	৩২২।৬
৩১।	কালীপুর	।১০॥৫	৮৵০	৪।৵০	১২॥০
৩২।	চিয়াকুটি	৸০	১১৵৬	২০৲	২১।/০
৩৩।	পাথিরবাদা	৪৵১৫	৬১॥/৯	৪০৩৸৵০	৪৭৩॥৯
৩৪।	ভদ্রনগর	।/১৪	৬/০	৬০॥৵০	৬৬৸০
৩৫।	খাওরাবিল	২৪৸৵১৮×১০	৩১৪৵৩	২২৪১৻৯	২৫৫৫।০
৩৬।	মাগুরুলি	৬৸৯	৬৯॥৵৬	১৩৬॥/৩	২০৬।৯
৩৭।	ইরানী	১৭॥৮৸০	১৫০৸৵৬	৫৭৮৵৯	৭২৯৵৩
৩৮।	গোপীনাথপুর	২৵১২॥//১০	৩৯৵৩	৩৭।৬	৭৬।৵৯
৩৯।	রাজাউটি	৵৩	২৸/৯	১৸/৯	৪॥৵৬
৪০।	কৃষ্ণপুর	৻১৮	১॥৵০	×	১॥৵০
৪১।	বিলাসপুর	৪৩॥৶/২/১৭॥০	৪৪১॥/০	২৬৩৯॥৵০	৩০৮১৵০
৪২।	দুর্গাপুর	৫০৩৸/৪৸০	১১০২৵৩	১৩৭৫॥৬	২৪৭৭॥৵৯
৪৩।	তলুগাও	৸০	৩৵০	১৪৵০	১৭।৵
৪৪।	জারুলতলী	৩॥৮॥০	৬৪/০	৬৯৸৵৯	১৩৪৻৯
৪৫।	ফুলতলী	১০।/০	৩৸৵৯	×	৩৸৵৯
৪৬।	ধনবিলাস	৪৩॥৵১৮।/০	২০৯।৬	৪১৸/৯	২৫১৵৩
৪৭।	লক্ষীছড়া	৮৵০	×	×	×
৪৮।	গোলকপুর	৬॥০	×	×	×
৪৯।	কামরাজাবাড়ী	২।০	×	×	×
৫০।	ভাগ্যপুর	৩০॥/১৸১৭॥	৩২৩/৯	৩৭৫।/৯	৬৯৮।৵৬
	মোট	৪২৬৵৪×১৭।	৪৯৫৪॥৵৬	১৭১৪৪৵৯	২২০৯৮৸/৩

পরিশিষ্ট—২

কৈলাসহর বিভাগ

ফটিকরায় তহশীল কাছারী (খ)

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হালদাবী পথকর সহ	বকয়াদাবী পথকর সহ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	সায়দাবাড়ী	১১৯।/৪।//৫	৮৪৯।৶৩	৯৩৫৶৯	১৮১৪॥৶০
২	কাঞ্চনবাড়ী	৫৬।১৫	১২৬/০	৪৪৫৶০	৫৭১৶০
৩	পাবিয়াছড়া	২২৲	৬৩৸০	৩৮২॥০	৪৪৬।০
৪	ঝগড়িয়াছড়া	১৭৲	৪।০	১৯৻৩	২৩।৩
৫	খনিয়ামাছড়া	১০৲	৪২॥০	১২৭॥০	১৭০২
৬	হৈলেংটা	১০৲	২৯।০	৫৯॥০	৮০৸০
৭	সায়দাছড়া	৩৬॥০	৫৮।৶০	২৩৶০	৮৯॥/০
৮	লালছড়ি	৫৲	৮॥০	×	৮॥০
৯	সোনাইমুড়ি	৬৮॥/১০	৩৩৬৸/৩	২৪৫/৩	৫৮১৸৶৬
১০	ফটিকছড়া	১৪	×	×	×
১১	ভাটিমাছমারা	১৬৲	×	×	×
১২	খনিছড়া	৮৲	×	×	×
১৩	জিনাজিনি	৮৲	×	×	×
১৪	লালজুরী	১০৲	×	×	×
১৫	গঙ্গানগর	২৬৸৶১৭৸১২॥	২৪৪৸০	×	২৪৪৸০
১৬	গোকুল নগর	৩০৸/৮॥৭॥	২৬৮৸৩	১৭০।	৪৩৯৻৩
	মোট—	৪৫৮॥/১৫৸৫	২০২৪॥৯	২৪৩৭।/৩	৪৪৬১৸৶০

কৈলাসহর বিভাগ

কমলপুর তহশীল কাছারী (গ)

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হালদাবী পথকরসহ	বকয়া দাবী পথকরসহ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	দেবীছড়া	৩৲	২৫॥০	৬৪৬৩।০	৬৪৮৮৸০
২	মহাবীর হাওর	৬৸৵	৫॥/৩	৭৪৫।/৩	৭৫৩৸৵৬
৩	গঙ্গানগর	৭৫॥/১৭।০	১৪৬৪৶/৯	২৬৫৯।৵৯	৪১২৩॥৵৬
৪	কলাছড়ি	৬২।/১৪।৭॥	৭২২৸৶/৯	২৬৯৮৻৯	৩৪২১৬
৫	কুচাইনালা	৪০/১	৫৯৯।৶/৯	১৬১৪॥৵	২১৭৪/৯
৬	কাড়েরথলা	৫১৻//২॥০	৬৬৩৸৶/৬	১০৫৫।/৬	১৭১৯।/০
৭	মলয়া	৩১॥/৮।০	৭৬০৵০	১৪০৪।৵৯	২১৬৪॥৯
৮	মোহনপুর	৬৯।৶/৩॥/১০	১৭৭১।০	১৬৪৯।৵৯	৩২২০॥৵৯
৯	চ্লুবাড়ী	৩৲	×	৮৪৯৲	৮৪৯৲
১০	বালীগাও	২৪॥৶/১৩।০	৫০২॥৶/১	৮১৯॥৩	১৩২১৶৬
১১	রূপসপুর	৪৪।/৻॥//	১০৭৮৸৩	১০৮৩।/৬	২১৬২/৯
১২	পঞ্চাশী	৬৪॥৶৫।০	৮৮৭৻৭	৮৩৯/৬	১৭২৬/৯
১৩	নওয়াগাঁও	১৬/৪॥০	২১৬॥৯	৬০৭॥৵৩	৮২৪৶০
১৪	লালছড়ি	২৬৻১৭৸//	২৩৭৻৩	৩৬০॥৶৩	৫৯৭॥৶৬
১৫	মায়াছড়ি	১২॥৶১৫॥	১১৮৸৩	২৯৫॥৶/৩	৩১৪।৵৬
১৬	কমলানগর	৩॥৭।০	৪৮॥৶/১	১৩৪।/০	১৮৩৻৩
১৭	কমলপুর বাজার	॥/৫।৫	৩৭০।৯	৩৫৯৸৬	৭৩০/৩
১৮	বড়সুরমা	৪১৸/৩।০	৫৬৩।৵৬	৬৫৯৸৶/৯	১২২৩।/৩
১৯	মানিক ভাণ্ডার	৩৪।৶৻/৭॥০	৩৪১৸৩	৫৪১৸/৯	৮৮৩॥৵০
২০	হালহলি	৭॥৶১২॥০	১৩২৻৩	১০৩৵৯	৩৩৫৶০
২১	সিঙ্গিবিল	১৪৸/৮॥০	১৮৯।/৩	১৯৩৸৵৯	৩৮৩।০
২২	বেড়ীকাক চ্লুবাড়ী	১১/১৩৸০	৯৮।৶০	৮৩৸/৯	১৮২।৯
২৩	পড়াছড়া	১০৪৸/৯॥০	১২৯৪॥৶৯	১৩১৩৶৬	২৬০৭৸৶৩
২৪	আভাঙ্গা	১১২৻২।০	৬৭৭॥৵৯	৮১১॥৶/৩	১৪৮৯।৵০
২৫	ছেতরায় ছড়া	৩৲	১২৸০	৫১৲	৬৩৸০
২৬	বামনছড়া	৩১॥৵১৮॥/১২॥০	১৭৫।/০	২৫৪।/৬	৪২৯॥৵৬

কৈলাসহর বিভাগ

কমলপুর তহশীল কাছারী

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হালদাবী পথকরসহ	বকয়া দাবী পথকরসহ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
২৭	হাবাং টীলা	৩৩৷৵/১২৷//১০	৪২৭৶০	৬৫৮৷৴৬	১০৮৫৸৬
২৮	বড়লুতমা	৬৲	৪২৷৹	৪১৷০	৮৪৲
২৯	দীনমনি চৌঃ বাড়ী	×	×	১২৸৹	১২৸০
৩০	ঊর্দ্ধমনি চৌঃ বাড়ী	৷/১০	১০/৬	১০৩/০	১১৩৵৬
৩১	শ্রীদামপুর	৪৷৵৹	২১৸৬	৬০৷/৬	৮২৵৹
৩২	বলরামপুর	১৫৲	৩৫/৹	১১৪৸৹	১৪৯৸/৹
৩৩	লালছড়া	৮৸৹	৩২৵৩	৩৫৸/৯	৬৮৲
৩৪	লাল ফুল বাড়ী	৫৲	৩১৸৵৹	×	৩১৸৵৹
৩৫	লুতমা	৯৸৹	৭৫৸৶৬	১৪৩৵৯	২১৯৵৩
৩৬	কচুছড়া	২১৷৹	২১ ৹	৮৫৲	১০৬৷৹
৩৭	ডাববাড়ী	২৲	×	×	×
৩৮	জামথুম্ বাড়ী	২৮৲	৮৫৲	১৩৮৶৹	২২৩৶৹
৩৯	কাটালুতমা	১৯৲	৯৫৷৵০	১৬৭৷/৬	২৬২৸৶৬
৪০	চাংকাপছড়া	৫৲	২১৷৹	×	২১৷৹
৪১	মধুছড়া	৩৲	১২৸০	১২৸৹	২৫৷৹
৪২	কুলাই হাওর	৪৲	১৭৲	৫১৲	৬৮৲
৪৩	ডলুছড়া	৫৬৸৹	৭৫৸৶৬	১১৮৷৵৩	১৯৪৷/৯
৪৪	ছোট সুরমা	১৮৻২//১২৷৹	৬৮৫৸৯	৫০৮৷৶৩	১১৯৪৷৹
৪৫	নালীছড়া	৫৩৲	—	—	—
৪৬	মিছরুয়া ছড়া	২৲	—	—	—
	কমলপুর তহশীল কাছারীর সর্ব্ব মোট—	১২৫২৸৻৻৴৭৷৹	১৪৩৬৮৷/৯	২৯৮০৬৶৯	৪৪১৭৪৸/৬

পরিশিষ্ট—৩

কৈলাসহর বিভাগ

বাঘাইছড়ি তহশীল কাছারী (ঘ)

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হালদাবী পথকর সহ	বকয়াদাবী পথকর সহ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	পীরকাইছড়া	৩৮৷২৸০	২৩১/৯	২১০৷৵৩	৪৪১৷৷০
২	শ্রীরামপুর	২১৸৶১৬৷৷০	১৮৭৶০	৮২৷৩	২৬৯৶০
৩	লাম্বুছড়া	৩৩৷৷/১৭৷০	১৮৬৷/০	৪৬৷/৯	২৩২৷৷৵৯
৪	ছ্বরাইছড়া	১৫৵০	৪৬৷৷/০	১৪৪৻৩	১৯০৷৷/৩
৫	বিলাসছড়া	৩৮৷৷৵০	৫৭৷৷৵৩	৬৬৷৷০	১২৪৵০
৬	লুতমাছড়া	৪৲	১৭৲	×	১৭৲
৭	অপরাম্পরছড়া	১৸০	১১৵৬	৩৯৷৷৵৬	৫০৸/০
৮	ভগবান চৌধুরী বাড়ী	×	×	২৫৸০	২৫৸০
৯	মেন্দিছড়া	৮৲	৩৪৲	২৩১৷০	২৬৫৷০
১০	পাওয়াছড়া	৮৷৷০	২৩৸৵৬	১৩৩৷৶০	১৫৭৷/৬
১১	দাসপাইয়া ছড়া	১৷৷৶১০	১৬৷৯	১৩৷৵০	২৯৷৷৵৯
১২	নামবুছড়া	২৷৷০	×	×	×
	(ঘ) বাঘাইছড়ি মোট	১৭৪/৬৷৷০	৮১১৵৯	৯৯২৸০	১৮০৩৸৵৯
	(ক) কৈলাসহর তহশীল কাছারী	৪২৬৶৪×১১৷০	৪৯৫৪৷৷৵৬	১৭১৪৪৵৯	২২০৯৮৸/৩
	(খ) ফটিকরায় তহশীল কাছারী	৪৫৮৷৷/১৫৸৫	২০২৪৷৷৯	২৪৩৭৷/৩	৪৪৬১৸৵০
	(গ) কমলপুর তহশীল কাছারী	১২৫২৸০৻৻৻৭৷৷০	১৪৩৬৮৷৷/১	২৯৮০৬৶৯	৪৪১৭৪৸/৬

	কৈলাসহর বিভাগের খাস জমি মহালের সর্ব্বমোট—	২৩১৭৷৷৵৬৷//৩৸০	২২১৫৮৸৶৯	৫০৩৮০৷৶৯	৭২৫৩৯৷৶৬

পরিশিষ্ট—৪

(১৯৭১ সনের আদমসুমারীর ভিত্তিতে কৈলাসহর মহকুমা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান)

আয়তন ঃ	
গ্রামাঞ্চল	১৩৩৩.২ বঃ কিঃ মিঃ
শহর অঞ্চল	১০.২ বঃ কিঃ মিঃ
মোট	১৩৪৩.৪ বঃ কিঃ মিঃ
গ্রামের সংখ্যা ঃ	৪৪৪
জনসংখ্যা ঃ	
গ্রামাঞ্চল	১,৩০,৫৭৯
শহর অঞ্চল	১০,৬০২
মোট	১,৪১,১৮১
তপশিলী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা	১৬,৪৮৪
তপসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা	৪৩,০৯০
বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যা ঃ	৪১,১৭২
কৃষিকাজে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যা ঃ	২৫,১৫৬
শিক্ষা ঃ	
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ	১৬৮
মধ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ	২৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ	৭
সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা ঃ	৪
মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা	১
জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসালয় ঃ	
ডিস্‌পেনসারীর সংখ্যা	১২
প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র	১
হাসপাতাল	৩
পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র	১

পানীয় জলের ব্যবস্থা :

(যে সংখ্যক গ্রামে ব্যবহৃত)

পুকুর	১২৪
নলকূপ	৭৩
কূপ	২০৩
নদী	৭৮
ছড়া প্রভৃতি	২১০

যোগাযোগ :

কাঁচা রাস্তা	২৯২
পাকা রাস্তা	৪০
ডাক ঘর	৩২
মহকুমা ডাকঘর	১

পরিসংখ্যানগুলি ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস্, ১৯৭১, (নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট) থেকে সংগৃহীত।